(৪)

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ JUL 21 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

১০ আগস্টের মধ্যে ভার্সিটি খোলার আল্টিমেটাম

শাবি'র অচলাবস্থা সহসাই কাটছে না
জামায়াতপন্থী শিক্ষক নিয়োগের তোড়জোড়

আবদুল মুকিত/নাঈমুল করীম,
সিলেট থেকে

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা সহসাই নিরসন হচ্ছে না। ভিসিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যা ক্রমে জটিল আকার ধারণ করছে। এতদিন ভিসিবিরোধী আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক চললেও হালনাগাদ রাজপথে গড়িয়েছে আন্দোলন। 'ভিসি খেদাও' আন্দোলন দুর্বার শুরু হচ্ছে ঘরে-বাইরে। এ আন্দোলনে উত্তাপ ছড়াচ্ছে ১৪ দলের সম্পৃক্ততা। তবে আন্দোলনের মুখে দমে যাননি ভিসি ডঃ প্রফেসর মুসলেহ উদ্দিন তারেক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা সামনে রেখে তিনি ৫-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

শাবি'র অচলাবস্থা সহসাই কাটছে না

১২-এর পৃষ্ঠার পর

হাঁটছেন তার পথেই। নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিজ বলয় বাড়াতে জামায়াতের দিকে হাত বাড়িয়েছেন ভিসি। ঘরে-বাইরে বিদ্রোহ-আন্দোলনের তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি বিভাগে জামায়াতপন্থী শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তিনি। আগামী ২৩ জুলাই সিলেকশন বোর্ডের সভায় এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ প্রহরায় পা রেখেই ভিসির এহেন তৎপরতা সাধারণ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আর এই সুযোগ কাজে লাগাতে ১৪ দল নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ভিসি খেদাও আন্দোলন শুরু করেছে। ফলে ভিসিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় আবারও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গত ১৯ জুলাই পুলিশ, ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমীক কাউন্সিলের সভা। ভিসি মুসলেহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের সভায় আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী শিক্ষকরা যোগদান করেননি। সভা চলাকালীন সময়ে তারা কালোব্যাজ ধারণ করে ক্যাম্পাসে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। পরে শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ডঃ আখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ভিসির পদত্যাগ দাবী করে ফের আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন। আন্দোলনরত শিক্ষকরা অবিলম্বে বর্তমান ভিসিকে অপসারণ করে নতুন ভিসি নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার দাবী জানান। অন্যথায় আন্দোলনের মাধ্যমে ভিসিকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। আন্দোলনরত শিক্ষকরা অভিযোগ করেন একাডেমীক কাউন্সিলের সভার আগের দিন গত ১৮ জুলাই বামপন্থী তিনজন শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বহির্ভূতভাবে স্বপদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ওরা তিনজনই তিন বিভাগীয় প্রধান। এ ব্যাপারে ভিসি ড. মুসলেহ উদ্দিন তারেক সাংবাদিকদের জানান, একাডেমীক কাউন্সিলের সভায় পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি জানান, তিন বিভাগীয় প্রধানকে নিয়মানুসারে পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, পলিটিক্যাল সায়েন্স ও পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে নতুন শিক্ষক নিয়োগে ২৩ জুলাই সিলেকশন বোর্ড বসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ৩টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের অপসারণে ভিসির কোনো হাত নেই বলে জানান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে দু'টি বিভাগে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, এ দু'টিতে কর্মরত রয়েছেন জামায়াতপন্থী অধিকাংশ শিক্ষক। নতুন শিক্ষক নিতে জামায়াতই ভিসিকে উৎসাহিত করেছে। কারণ এই দু'টি বিভাগে জামায়াতপন্থী শিক্ষকরাই সুযোগ পাবে। আন্দোলনরত শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলছেন, এই দু'টি বিভাগে জামায়াতপন্থী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শাবির অচলাবস্থা আরও জটিল করে তুলবে। ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক আন্দোলন রাজপথে চলে যাবে।

অপরদিকে বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে ১৪ দল। গত বুধবার থেকে ১৪ দলের ভিসি খেদাও আন্দোলন শুরু হয়েছে। ৫ দিনব্যাপী ঘোষিত কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিন গতকাল (বৃহস্পতিবার) গণফোরামের উদ্যোগে সিলেট নগরীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বিকেল ৫টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত আধ ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচীতে ১৪ দলের শরীক অন্য দলগুলোর নেতাকর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচী শেষে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা অবিলম্বে বিতর্কিত ভিসি মুসলেহ উদ্দিন তারেককে অপসারণ করে যোগ্য ভিসি নিয়োগের দাবী জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা গণফোরামের সভাপতি আফতাব হোসেন চৌধুরী। পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নিলেন্দু দেব।

অপরদিকে বর্তমান ভিসির আস্থাভাজন ডানপন্থী ১৪ জন শিক্ষক অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার দাবী জানান।

বিতর্কিত ভিসি ডঃ মোসলেহ উদ্দিন তারেককে ঠেকাতে গতকাল মহান মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষকবৃন্দ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভা করেছেন। আহবায়ক ডঃ আখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ প্রতিবাদ সভায় বিতর্কিত ভিসি ডঃ মোসলেহ উদ্দিনের ক্যাডার সংবলিত প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষক নিয়োগের নামে দুর্নীতি ও দলীয়করণের আশ্রয়ে আগামী ২৩ জুলাই অনুষ্ঠেয় ২টি বিভাগের নিয়োগ বোর্ডের সভা প্রতিহত করার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এদিকে শাবি শিক্ষক সমিতি ১০ আগস্টের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য ভিসিকে আল্টিমেটাম দিয়েছে। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ মোস্তফা আহসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় আয়োজিত এক সভায় গতকাল (বৃহস্পতিবার) এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।